আনারস চাষের বিস্তারিত বিবরণী

আনারস এর জাতের তথ্য

ফসল : আনারস

জাতের নাম : জায়ান্ট কিউ

জনপ্রিয় নাম : কেলেঙ্গা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ৬০০

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতা কাঁটাবিহীন। নাভি জাত। পাকা আনারস সবুজাভ, শাঁস হালকা হলুদ, চোখ প্রশস্থ ও চ্যাপ্টা, বেশি রসালো। মধুপুর এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে চাষ হয়। প্রতিটি ফল ১.৩-৩ কেজি। এ জাতের আনারস সবচেয়ে বড়, কাঁচা আনারস গাঢ় কালচে সবুজ, পাকার পর সবুজ ছোপযুক্ত কমলা হলুদ রঙের হয়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২০ - ১৬০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১১০ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য আশ্বিন-মধ্য অগ্রাহায়ণ / অক্টোবর-নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

মধ্য জৈষ্ঠ্য-মধ্য ভাদ্র/ জুন-আগস্ট

তথ্যের উৎস :

ফসলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬, অনিন্দ্য প্রকাশ।

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : আনারস

জাতের নাম : হানি কুইন

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম জাত কাঁটাযুক্ত। পাকা আনারসের শাঁস হলুদ, চোখ সূঁচাল ও উন্নত। সবচেয়ে বেশি মিষ্টি। পার্বত্য জেলা ও শ্রীমঙ্গলে চাষ হয়ে থকে। রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে বেশী। পাইনআপেল নামে পরিচিত। হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে চাষ হয়। প্রতিটি ফল ১.০০ কেজি।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ - ১২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫-৩০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১১০ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য আশ্বিন-মধ্য অগ্রাহায়ণ / অক্টোবর-নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

মধ্য জৈষ্ঠ্য-মধ্য ভাদ্র/ জুন-আগস্ট

তথ্যের উৎস :

ফসলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬, অনিন্দ্য প্রকাশ।

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : আনারস

জাতের নাম : স্প্যানিশ

জনপ্রিয় নাম : ঘোড়াশাল

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতা কাঁটাবিশিষ্ট, চওড়া ঢেউ খেলানো থাকে। পাকা আনারস লালচে এবং ঘিয়ে-সাদা রংয়ের, চোখ প্রশস্ত, স্বাদ কম হয়। প্রতিটি ফল ১.২৫ কেজি। নরসিংদীতে বেশী চাষ হয়।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮০ - ১০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২০-২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১১০ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য আশ্বিন-মধ্য অগ্রাহায়ণ / অক্টোবর-নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

মধ্য জৈষ্ঠ্য-মধ্য ভাদ্র/ জুন-আগস্ট

তথ্যের উৎস :

ফসলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬, অনিন্দ্য প্রকাশ।

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসল : আনারস

জাতের নাম : জলঢুপি

জনপ্রিয় নাম : জলঢুপি

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতা কাঁটাবিশিষ্ট, চওড়া ঢেউ খেলানো থাকে। পাকা আনারস লালচে এবং ঘিয়ে-সাদা রংয়ের, চোখ প্রশস্ত, কোন কোন দেশে এটি প্রচুর প্রক্রিয়াজাত হয়। প্রতিটি ফল ১.০-১.৫ কেজি। জুস তৈরীর জন্য উপযুক্ত।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯৫ - ১০৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ১০০ - ১১০ টি

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

মধ্য আশ্বিন-মধ্য অগ্রাহায়ণ / অক্টোবর-নভেম্বর

ফসল তোলার সময় :

মধ্য জৈষ্ঠ্য-মধ্য ভাদ্র/ জুন-আগস্ট

তথ্যের উৎস :

ফসলের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬, অনিন্দ্য প্রকাশ।

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আনারস এর পুষ্টিমানের তথ্য

ফসল : আনারস

পুষ্টিমান :

আনারস ভিটামিন এ, ভিটামিন বি ও ভিটামিন সি এর উত্তম উৎস । প্রতি ১০০ গ্রাম আনারসে খনিজ পদার্থ ০.২ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৩০ (কিলোক্যালোরি), আমিষ ০.৯ গ্রাম, শর্করা ৬.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম, ক্যারোটিন ইত্যাদি রয়েছে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২০১৭।

আনারস এর বীজ ও বীজতলার তথ্য

ফসল : আনারস

বর্ণনা : প্রযোজ্য নয়।

ভাল বীজ নির্বাচন :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : জমি থেকে ১৫ সেমি. উঁচু এবং সোয়া ১ মিটার চওড়া বেড তৈরি করতে হবে। এক বেড থেকে অপর বেডের মধ্যে ৪০-৫০ সেমি. ফাঁকা রাখতে হবে। দুই সারিতে চারা রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩০-৪০ সেমি. রাখতে হবে।

বীজতলা পরিচর্চা : চারা বেশি লম্বা হলে ৩০ সে.মি. পরিমাণ রেখে আগার পাতা সমান করে কেটে দিতে হবে। আনারসের জমি সর্বদা আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

আনারস এর চাষপদ্ধতির তথ্য

ফসল : আনারস

বর্ণনা : মাটি ঝরঝরে করে চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল করে নিতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি কোন স্থানে জমে না থাকতে পারে।

চাষপদ্ধতি :

জমি থেকে ১৫ সেমি. উঁচু এবং সোয়া ১ মিটার চওড়া বেড তৈরি করতে হবে। এক বেড থেকে অপর বেডের মধ্যে ৪০-৫০ সেমি. ফাঁকা রাখতে হবে। দুই সারিতে চারা রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি. এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩০-৪০ সেমি. রাখতে হবে।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, ২০১১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

আনারস এর মাটি ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য

ফসল : আনারস

মৃত্তিকা :

উঁচু জমি ও পানি দাঁড়ায় না। মাটি হতে হবে দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ।

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

যেহেতু নানা কারণে গাছের সংখ্যা কম বেশ হয় তাই সারের পরিমাণ হেক্টরের বদলে গাছ প্রতি দেখানো হলো। গুণগত মানসম্পন্ন ভালো ফলন পেতে হলে আনারস চাষের জমিতে যতটুকু সম্ভব জৈব সার প্রয়োগ করুন।

সারের নাম	গাছ প্রতি সার
কম্পোস্ট	২৯০-৩১০ গ্রাম
ইউরিয়া	৩০-৩৬ গ্রাম
টিএসপি	১০-১৫ গ্রাম
পটাশ	২৫-৩০ গ্রাম
জিপসাম	১০-১৫ গ্রাম

গোবর, জিপসাম ও টিএসপি বেড তৈরীর সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও পটাশ সারি চারা রোপণের ৪-৫ মাস পর থেকে শুরু করে ৫ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। অন্যান্য সার বেড তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

তবে আনারসের একবার ফলনের জন্য হেক্টর প্রতি নিম্নলিখিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করা যেতে পারে-

সারের নাম	হেক্টর প্রতি সার
কম্পোস্ট	১০-১৫ টন
ইউরিয়া	১০০০-১২০০ কেজি
টিএসপি	৩৫০-৫০০ কেজি
পটাশ	৮০০-১০০০ কেজি
জিপসাম	৩০০-৪০০ কেজি

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, ২০১১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

আনারস এর সেচের তথ্য

ফসল : আনারস

সেচ ব্যবস্থাপনা :

প্রয়োজনে জমিতে সেচ দিন। শুকনো মৌসুমে ১৫ দিন পর পর সেচ দিতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1: বর্ষাকালে যাতে অতিরিক্ত পানি না জমে সে ব্যবস্থা নিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আনারস এর আগাছার তথ্য

ফসল : আনারস

আগাছার নাম : দুর্বা

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বেশী হয়।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র নিড়িয়ে আগাছা বাছাই।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

ফসল : আনারস

আগাছার নাম : মুথা / ভাদাইল

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। খরা সইতে পারে। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাড়তি হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমিসহ প্রায় সবখানে আকো বা ছায়াতে এর বিচরণ।

আগাছার ধরন : বহুবর্ষজীবী ঘাসজাতীয় বীরুৎ আগাছা।

প্রতিকারের উপায় :

মাটির অগভীরে আগাছার শিকর নিড়ানি, কোদাল, লাঙ্গল দিয়ে ও হাতড়ে তুলে শুকিয়ে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আনারস এর আবহাওয়া ও দুর্যোগ তথ্য

ফসল : আনারস

বাংলা মাসের নাম : আষাঢ়

ইংরেজি মাসের নাম : জুলাই

ফসল ফলনের সময়কাল : সারা বছর

দুর্যোগের নাম : অতি বৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

নিষ্কাশন নালা প্রস্তুত রাখুন।

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

দুর্যোগ পূর্ববার্তা : গণ মাধ্যমে বার্তা শোনা।

প্রস্তুতি : নিষ্কাশন নালা প্রস্তুত রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আনারস এর পোকার তথ্য

ফসল : আনারস

পোকার নাম : ফলের মাছি পোকা

পোকা চেনার উপায় : লালচে বাদামি রঙের মাছির মত দেখতে, স্ত্রী মাছির পেটের শেষে পিছনে কাঁটার মত লম্বা অঙ্গ থাকে।

ক্ষতির ধরণ : কীরা ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে ও ফল নষ্ট করে।

আক্রমণের পর্যায় : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ এবং স্ত্রী ফুল ফুটার আগে সেক্স ফেরোমন ব্যবহার করুন।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

সেক্স ফেরোমন ফাঁদ (১০ শতাংশে ৩টি হারে)/বিষটোপ ব্যবহার করুন। ঠিক মতো আছে কি না বা সময় মতো বদলতে নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

ফসল : আনারস

পোকার নাম : স্কেল/ খোসাপোকা

পোকা চেনার উপায় : ২-৩ মি.মি. ডিম্বাকৃতির বাদামি থেকে ধূসর রঙের পোকা বাচ্চাসহ দলবেধে গাছের ডালে শক্ত করে লেগে থাকে। খোলস আঁশের মতো।

ক্ষতির ধরণ : ছোট আকৃতির এ পোকা গাছের পাতা, পাতার বোঁটা, কচি ডগা এবং ফল হতে রস চুষে খেয়ে গাছের ক্ষতি করে। এরা দু'ভাবে ক্ষতি করে থাকে। ফলে আক্রান্ত পাতা, ডগা ও ফলের উপর হলদে দাগ দেখা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় কীটনাশক (যেমন সুমিথিয়ন বা ফলিথিয়ন ২০ মিলিলিটার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের মরা ডালপালা, ফলের বোঁটা, রোগ বা পোকা আক্রান্ত ডাল পালা ও অতিঘন ডাল পালা ছাঁটাই করে দিন।

অন্যান্য :

সম্ভব হলে পোকাসহ আক্রান্ত অংশ অপসারণ করুন। হাত দিয়ে পিশে বা ব্রাশ দিয়ে ঘষে পোকা নিচে ফেলে মেরে ফেলুন।

তথ্যের উৎস :

ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, ২০১১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

ফসল : আনারস

পোকার নাম : ছাতরা পোকা

পোকা চেনার উপায় : সাদা বর্ণের এবং মোম জাতীয় পাউডার দ্বারা আবৃত থাকে।

ক্ষতির ধরণ : গাছের কচি পাতা, কান্ড ও ফলের উপর দলবদ্ধভাবে থেকে রস চুষে খায় ও ক্ষত সৃষ্টি করে। আক্রান্ত ফল পচে যায়। মূল বা কান্ড ও মূলের সংযোগ স্থল আক্রান্ত হলে গাছ ঢলে পড়ে। তীব্র আক্রমণে গাছ মরে যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার/২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। কীটনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি নিয়মিত পরিদর্শণ করুন।

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

আনারস এর রোগের তথ্য

ফসল : আনারস

রোগের নাম : আনারসের ফল পচা

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : ফলের চোখগুলোয় প্রথমে আক্রমণ শুরু হয়। আক্রান্ত স্থান নরম, রসাল ও কালচে হয়ে পচে যায়। শেষে সম্পূর্ণ ফল পচে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল

ব্যবস্থাপনা :

সংগৃহীত ফল ১০% বেনজোইক এসিড দ্রবনে চুবিয়ে নিতে হবে। ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

জমি ও গাছ পরিচ্ছন্ন রাখা।

অন্যান্য :

আক্রান্ত ফল তুলে ধ্বংস করুণ।

তথ্যের উৎস :

ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, ২০১১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

ফসল : আনারস

রোগের নাম : আনারসের কান্ড পচা

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতার গোড়া পচে যায় ও দুর্গন্ধ বের হয়। পাতা টান দিলে গোড়া থেকে উঠে আসে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড

ব্যবস্থাপনা :

রোগ দেখা দিলে গাছ ভিজিয়ে প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম সিকিউর ছত্রাকনাশক গুলে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করুন। ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

রোপার আগে চারা ৪:৪:৫০ অনুপাতে মিশ্রিত চুনঃ তুঁতেঃ পানির মিশ্রণ তথা বোর্দ্রো মিশ্রনে চুবিয়ে নিতে হবে। সিকিউর ছত্রাকনাশক (২০ গ্রাম/১০ লিটার পানি) দিয়েও চারা শোধন করা যায়।

অন্যান্য :

আক্রান্ত পাতা তুলে ধ্বংস করুণ।

তথ্যের উৎস :

ফল উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল, ২০১১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

ফসল : আনারস

রোগের নাম : আনারসের হার্ট রট রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : আক্রান্ত গাছ নেতিয়ে পড়ে। আক্রান্ত পাতা শুকাতে থাকে ও কুঁচকে যায়। আক্রান্ত গাছ থেকে কুশির পাতা আস্তে টানলে খুলে আসে, পাতার গোড়া ও শিকড় পাচে যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

পানিতে জিনেব গ্রুপের ছত্রাক নাশক (যেমন: ইন্ডোফিল-জেড-৭৮ ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আক্রান্ত জমি থেকে সাকার সংগ্রহ করবেন না। আক্রান্ত আনারসের পাতা দিয়ে মালচিং করবেন না। বেড করে আনারস চাষ করুন। পানি নিষ্কাশনের ভাল ব্যবস্থা রাখুন। বপনের পূর্বে চারা/সাকার ২ গ্রাম/ লিটার হারে পানিতে (মেটালোক্সিল+ মেনকোজেব) গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: রিডোমিল গোল্ড মিশিয়ে ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রেখে শোধন করুন।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

ফসল : আনারস

রোগের নাম : আনারসের পাতার সাদা দাগ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায় হালকা বাদামি কিনারাযুক্ত ধুসর-বাদামি পানিভেজা দাগ দেখা যায়। দাগ আস্তে আস্তে বড় হয় এবং শুকিয়ে যায়। ফল ও সাকারের গোড়ায় পচন দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

পানিতে জিনেব গ্রুপের ছত্রাক নাশক (যেমন: ইন্ডোফিল-জেড-৭৮ ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন। ছত্রাকনাশক স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আক্রান্ত জমি থেকে সাকার সংগ্রহ করবেন না। আক্রান্ত আনারসের পাতা দিয়ে মালচিং করবেন না। বেড করে আনারস চাষ করুন। পানি নিষ্কাশনের ভাল ব্যবস্থা রাখুন। বপনের পূর্বে চারা/সাকার ২ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে (মেটালোক্সিল+মেনকোজেব) গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: রিডোমিল গোল্ড মিশিয়ে ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রেখে শোধন করুন।

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

অন্যান্য :

আক্রান্ত পাতা ও অন্যান্য অংশ ধ্বংস করুন।

তথ্যের উৎস :

ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী ২০১৩।

কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), ১২/০২/২০১৮।

আনারস এর ফসল তোলা এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল : আনারস

ফসল তোলা : আনারস চারা রোপণের ১৫-১৬ মাস পর মধ্য মাঘ থেকে মধ্য চৈত্র (ফেব্রুয়ারী-মার্চ) মাসে আনারস গাছে ফুল আসে এবং মধ্য জৈষ্ঠ্য থেকে মধ্য ভাদ্র (জুন-আগস্ট) মাসে সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত ফুল ধরার ৪-৫ মাস পর ফল পাকে। সধারণত ফলের নিচের দিকের ৩ ভাগের ১ ভাগ চোখ হলদে হয়ে আসে তখন তা তোলার উপযুক্ত হয়।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আনারস এর বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণের তথ্য

ফসল : আনারস

বীজ উৎপাদন :

আনারস গাছে বীজ হয় না, তাই এর সাকার বা চারা দিয়ে বংশ বিস্তার করতে হয়। আনারস গাছের পাঁচটি অংশ থেকে চারা পাওয়া যায়- কান্ডের সাকার, মুকুট সাকার, গোড়ার সাকার, গেঁড় বা স্টাম্প। বাণিজ্যিক চাষের জন্য মুকুট চারা উত্তম। মুকুট চারা হলো ফলের মাথায় থাকা ঝুঁটির মত অংশ। এ চারা বেশি হয় না। তাই এর সাথে কান্ডের সাকার ও বোঁটার সাকার চারা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ধারাল চাকু দ্বারা মাতৃগাছ থেকে সাকার কেটে চারা সংগ্রহ করা হয়।

বীজ সংরক্ষণ:

কাটা সাকার দ্রুত রোপন করা উচিত।

তথ্যের উৎস :

বারো মাস ফল উৎপাদন, মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২০১৬, অনিন্দ্য প্রকাশ।

আনারস এর কৃষি উপকরণ

ফসল : আনারস

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
উৎপাদন কারী চাষি।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

বিএডিসি এর সার বিক্রয় কেন্দ্র। সরকার অনুমোদিত সার ডিলার। গোবর/জৈব সার প্রাপ্তি সাপেক্ষে। বালাইনাশক স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায়।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আনারস এর খামার যন্ত্রপাতির তথ্য

যন্ত্রের নাম : কোদাল

ফসল : আনারস

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত।

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যায় ব্যবহার হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল

বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

যন্ত্রের নাম : লাঙ্গল

ফসল : আনারস

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

কায়িক শ্রম

যন্ত্রের ক্ষমতা : হস্ত চালিত/কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

সহজে বহনযোগ্য। সারি টানায় সুবিধাজনক।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আনারস এর বাজারজাত করণের তথ্য

ফসল : আনারস

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ঠেলাগাড়ি, রিক্সা, ভ্যান, নৌকা।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ট্রাক

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

ফসল তোলার পর সরাসরি বাজারজাত করা হয়।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

গ্রেডিং/বাছাইয়ের পরে বাজারজাত করে।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।